দৈনিক সংবাদ

APR. 20 2002

পুঠিয়ায় আবারও কিশোরী ধর্ষিত আসামি ছাত্রদলের ক্যাডার

জাহাঙ্গীর আলম আকাশ, রাজশাহী ঃ রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ জেলায় ১৫ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯শে এপ্রিল পর্যন্ত পাঁচটি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। সর্বশেষ ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার রাজশাহী জেলাধীন পুঠিয়া উপজেলার কান্দ্রা গ্রামে। এ ঘটনায় পুলিশ ধর্ষক ছাত্রদল ক্যাডার হারুন-অর রশিদ হারুনকে (২২) গ্রেফতার করেছে। শুক্রবার ছুটির দিন হওয়ায় ১০ বছরের ধর্ষিত কিশোরীর ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন করা যায়নি।

প্রত্যক্ষদর্শী শিশু সুমি (৬) ও স্থানীয় অন্য সূত্রগুলো জানায়, শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টায় কোন্দা গ্রামের আওয়ামী লীগ সমর্থক দরিদ্র দিনমজুর আবদুল হালিমের (৫৫) ১০ বছর বয়সী কিশোরী কন্যা (নাম প্রকাশ করা হলো না) চাচাত বোন সুমিকে নিয়ে বাড়ির পাশে আমবাগানে বসে কাঁচা আম খাচ্ছিল। বাড়ি থেকে নির্জন ওই বাগানের দূরত্ব প্রায় ১ হাজার গজ। এসময় প্রতিবেশী প্রভাবশালী বিএনপি কর্মী আবদুল জলিলের কলেজপড়ুয়া ছেলে

পুঠিয়া ঃ পৃঃ ২ কঃ ১

ছাত্রদল ক্যাডার হারুন-অর রশিদ হারুন।

পুঠিয়া ঃ ধর্ষণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হারুন-অর রশিদ আকস্মিকভাবে সেখানে (বাগানে) আসে। এসেই সে ওই কিশোরীকে টেনে-হিঁচড়ে পার্শ্ববর্তী আখ ক্ষেতে নিয়ে ধর্ষণ করে। ঘটনা দেখে শিশু সুমি দৌড়ে গিয়ে ধর্ষিতার মাকে খবর দেয়।

সূত্র মতে, মুহূর্তের মধ্যেই ঘটনা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ধর্ষিতার বাবা রক্তাক্ত অবস্থায় মেয়েকে নিয়ে পুঠিয়া থানায় যান। থানার ওসি প্রত্যক্ষদর্শী শিশুটির কাছে বিস্তারিত শোনার পর মামলা রেকর্ড করে ধর্ষকের বাড়িতে পুলিশ ফোর্স পাঠান। পুলিশ আবদুল জলিলের বাড়িতে দুপুর সাড়ে ১২ টায় গিয়ে অভিযুক্ত হারুনকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ধর্ষিতাকে নিয়ে যায় রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে; কিন্তু শুক্রবার ছুটির দিন হওয়ায় মেডিক্যাল থেকে ধর্ষিতাকে ফেরত পাঠানো হয়। আজ সকালে তাকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য আনা হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়।

ঘটনা শোনার পর 'সংবাদ প্রতিনিধি' সরজমিনে কোন্দা গ্রামে গেলে শ' শ' গ্রামবাসী জড়ো হয়ে আবদুল জলিলের ছেলে হারুনের বিচারের দাবি জানাতে থাকে। এসময় গ্রামবাসী তাদের বাড়ি ঘেরাও করে রাখে কিছু সময়ের জন্য। 'আল্লাহ্ তুই ওদের বিচার করিস' বলে মেয়েটির মা তহমিনা (৫০) হাউমাউ করে কাঁদতে থাকেন।

জানা গেছে, ছাত্রদল ক্যাডার হারুন পুঠিয়া লস্করপুর ডিগ্রি কলেজের ছাত্র। সে একবার এইচএসসি পরীক্ষায় ফেল করেছে। এবার আবারও এইচএসসি পরীক্ষা দেবে। তার বাবা বিএনপি কর্মী আবদুল জলিল এলাকায় দারুণ প্রভাবশালী। এ প্রতিনিধি শুক্রবার বেলা সাড়ে তিনটায় আবদুল জলিলের বাড়িতে গিয়ে তাকে পাননি। তবে তার মেয়ে জলি শ' শ' গ্রামবাসীর সামনে 'সংবাদ প্রতিনিধি'র ওপর ক্ষেপে যান এবং রূঢ় আচরণ করেন।

পুঠিয়া থানা পুলিশ জানায়, ধর্ষণ ঘটনার ব্যাপারে ধর্ষিতার বাবা আবদুল হালিম বাদি হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের ৯ (১) ধারায় একটি মামলা দায়ের করেছেন হারুনের বিরুদ্ধে। মামলা নম্বর-১৬, তারিখ।